জ্ঞানান্বেষণে পাড়ি

(উৎসর্গঃ আবদুল্লাহ আল মঈনী)

আরিফ মঈনুদ্দীন

ছেলে যাচ্ছে বাইরে—এক সীমানা থেকে অন্য সীমানায়
এক ভূখণ্ড থেকে অন্য ভূখণ্ডে
আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি
এই আকাশ তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে
বাতাসে ভর করে টনটন ওজনের একটি ভাসমান যান
এগিয়ে চলবে সমুখে
যার মহিমায় ভেসে থাকবে এই যান তার দিকেই রুজ্জু আমি

আর মাত্র কিছুক্ষণ—ছেলের সাথে এয়ারপোর্টের পার্কিংলটে
সময় পার করছি আমি
চারদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়—সকলেই ব্যস্ত নিজেকে নিয়ে
কে কতটুকু ভাবলো তার চেয়ে আমিই ভেবে চলেছি ঢের—
আমার পরিধির দূরত্ব কমতে কমতে
কলম্বাসের আমেরিকার মিসৌরী অঙ্গরাজ্য চলে এসেছে হাতের মুঠোয়
অদৃশ্য এক সূতোয় বেঁধে রেখেছে
বাংলাদেশ নামের নাতিশীতোষ্ণ এক বদ্বীপের সাথে
এখানে আমি—ওখানে আমার প্রজন্ম—যত পথ যাবে
পৃথিবী হেঁটে-হেঁটে ঘুরে-ঘুরে কদমবুচি করবে আমাকে
এ আমার সাফল্য ভেতরে ভেতরে যা স্পর্শ করে বসে আছে
আকাশের সীমানাও

শুধু তার আমূল প্রোথিত বিশ্বাসের জন্য সম্ভব হয়েছে ভূখণ্ড এবং
আকাশকে একাকার করে ধরে রাখা
আবেগের ইতিবাচক গমনাগমনে ঝড়ের তাণ্ডবের মতো
শরীর মন এক সাথে দুলে ওঠে।
বুকের কোনো সূক্ষ্মতম পাতাল থেকে উঠে আসে ঢেউ,
নদী ভাঙনের মতো ভেঙে ফেলতে চায় বুকের পাঁজর।
অতঃপর স্থিত হয় এক অমোঘ আশ্বাসে,
জীবন গঠন করতে হলে প্রতিকূল কিছুই বাদ দেওয়া যাবে না—
মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশি,
শূন্য ডিগ্রি থেকে মাইনাস সেলসিয়াসের অসহনীয় অত্যাচার,
মহীরূহ উপড়ে ফেলা ঝড়ের তাণ্ডব,
দুর্গম দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়,
অ্যানাকোন্ডার লকলকে জিবের মতন জলোচ্ছ্বাসময় ভয়াল পারাবার

এখন মাত্র জ্ঞানান্বেষণে পাড়ি দিতে হবে পথ
আপন নিবাস—স্নেহালয় ছেড়ে দূরে একাকী জীবন
একা কোথায়? একা তো নয়, সাথে আছেন তিনি
সর্বাবস্থায় সত্যের সাথে যিনি
সব সাধ্য অসাধ্য-সাধনে যার হাত
শপথ সেই মহানের নামে, যদিও হতে পারে প্রাণপাত
অভিযান শেষে অভিষেকের সুবর্ণ সময়ে সোনার অক্ষরে
লেখা হবে যে ইতিহাস—সেখানে আর যা কিছুই থাকুক,
পরম স্রষ্টা সর্বশক্তিমানের প্রতি বিশ্বাস কতটুকু অটল
এটাই বিবেচ্য—যখন তাকিয়ে দেখি আকাশে
লেখা হচ্ছে যে নাম—তার সাথে জ্বলজ্বল করছে সে

আমার বিশ্বাসের পবিত্র অনুশীলনে বারবার দেখেছি—
বুঝেছি—শুনেছি—মহান স্রষ্টার অনুকূলে
তার হৃদয়ে যে বাঁশির সুর সেঁটে বসে আছে
তা শুধু বিশ্বাসের—অদৃশ্যে আস্থার—তা শুধু সর্বশক্তিমানের
অঙ্গীকারের প্রতি শতভাগ সমর্থনের
আমার দেখায় কোনো ভুল নেই—খাদ নেই—ফাঁকি নেই
মহান আল্লাহ্ তাকে কবুল করুণ—এই আর্তিতে
নিজেকে ঢেলে দিয়ে আমিও উদ্বাহু প্রার্থনায় উজাড়
করছি জগতের সামান্য সময়
অসামান্য অর্জনের আরাধ্য তৃষ্ণায় ঢক্‌ঢক্ করে পান করছিঃ
যা কিছু নির্দেশ

এভাবেই বয়ে যায়—বয়ে যাচ্ছে সময়
পরিসমাপ্তির দিকে তাকিয়ে থেকে অপেক্ষার দৌলতে
আরও কিছু উপাত্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করে
আমার উত্তর প্রজন্মের কানে কানে বলে যাচ্ছি কথামালার শেষ কথা—
পৃথিবীর এই অস্থায়ী সময়ে—অস্থায়ী নিবাসে—
বিশ্বাসে ভর করে সমৃদ্ধ হোক তোমার পাণ্ডুলিপির প্রতিটি পাতা
যেখানে লেখা হবে শুধু তোমার নয় আমাদেরও
বিজয়ের স্বর্ণোজ্জ্বল গৌরবগাথা।

-০-